দৈনিক সংবাদ

11 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ১

003

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার, ২৬শে পৌষ, ১৩৯৪

অতিরিক্ত ফি আদায় ঃ শিক্ষাবোর্ড নীরব কেন

এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি অপেক্ষা বেশী ফি যশোরের কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্রদের নিকট থেকে আদায় করছে। এক প্রতিবেদনে এ ধরনের ২২টি মাধ্যমিক স্কুল কর্তৃক অতিরিক্ত ফি আদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

শুধু যশোর বোর্ডের অধীন উল্লেখিত ২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই বোর্ড নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অধিক টাকা আদায় করছে একথা মনে করা ঠিক হবে না। অপর তিনটি বোর্ডের অধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোও এভাবে অধিক ফি আদায় করে আসছে। শুধু তা খবর হয়ে পত্রিকার পাতায় আসছে না।

যশোর বোর্ডের অধীন ওই বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই অতিরিক্ত টাকা আদায়ের জন্য কোন রসিদ দেয় না। দু'একজন ব্যতীত মুখ ফুটে রশিদ চাইতে কেউ সাহস করে না। নিরুপায় অভিভাবকগণ মুখ বুঁজে এটা মেনে নেন এবং অপেক্ষাকৃত গরীব অভিভাবক জায়গাজমি বন্ধক দিয়ে কিংবা গরু-বাছুর বেচে পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের ফি'র টাকা যোগান।

বছর দু'য়েক আগে এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু রসিদবিহীন এই টাকা গ্রহণের পক্ষে কোন প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

বোর্ড এসব জানে না এমন নয়। তারা এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না।

এই ফি নেয়া কেন, হয় জিজ্ঞাসা করলে স্কুল থেকে জানিয়ে দেয়া হয় কোচিং করার জন্য টাকাটা নেওয়া হচ্ছে। সাধারণতঃ স্কুলগুলো তিন মাসের ছাত্র বেতনের সমান অর্থ একজন ছাত্রের নিকট থেকে নিতে পারে। এজন্য রসিদ দিতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, পরীক্ষার আগে তাদের কিছুটা স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা আগেও ছিল। এখন তাকে কোচিং-এর নাম দিয়ে মোটা অর্থ স্কুল কর্তৃপক্ষ আদায় করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই তেমন যত্ন ও নিষ্ঠা নিয়ে পড়ানো হয় না, কিছুটা আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করা হয় মাত্র।

এদিকে অভিভাবকরা ঘরে গৃহশিক্ষক রেখে পরীক্ষার আগে তিন মাস একটা মোটা টাকা খরচ করেন। তার ওপর স্কুলে কোচিং-এর জন্যও টাকা দিতে হয়। সুতরাং একজন অভিভাবককে কী পরিমাণ আর্থিক চাপ এ সময়টা বহন করতে হয়, তা সহজেই বোঝা যায়।

বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষকরা হয়তো বলবেন যে, সরকারী অনুদান আর বেতনে সংসার চলেনা, সুতরাং পরীক্ষার মৌসুমে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা না করলে আজকের দুর্মূল্যের বাজারে চলবে কীভাবে। স্পষ্ট করে এই কথাটা তারা বলেন না, তবে প্রকারান্তরে এই যুক্তিই তারা দেখিয়ে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেয়া যায় যে, এমন অনেক বেসরকারী স্কুল আছে যেখানে শিক্ষকরা ঠিকমত ছাত্র পড়ান না, দু'বেলা গোটা-চারেক টিউশনির ক্লান্তি দূর করার জন্যই তারা স্কুলের সময়ের একটা বড় অংশ ব্যয় করে থাকেন। অভিভাবকগণ একথাটা খোলাখুলি বলতে ভরসা পান না, কারণ, তাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ গোস্বা করতে পারেন। তার ফল ভোগের দায়টা পড়তে পারে বেচারা ছাত্রের ওপর, তাকে ট্রান্সফার করা থেকে শুরু করে নানাভাবে হয়রানির ব্যবস্থা হয়েছে। ভীত অভিভাবক তাই চোরের কিল হজম করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। কেউ বা চিঠি লিখে নামটা গোপন রাখার অনুরোধ জানান। কিন্তু তাদের অভিযোগ প্রমাণ করার কোন উপায় থাকে না বলে এসব চিঠির স্থান হয় বাজে কাগজের ঝুড়িতে।

শিক্ষা নানা কারণেই এখন একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, তার উপর তা এখন একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। সুতরাং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির মত লাগামছাড়া বিভিন্ন কারণে-অকারণে ছাত্রদের নিকট থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরীক্ষার্থীর পক্ষে অতিরিক্ত ফি দিয়ে ফরম পূরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সুতরাং এ সুযোগ হাতছাড়া করতে কোন স্কুল চাইবে, এটা একমাত্র নির্বোধরাই আশা করতে পারে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়ছে, তাতে সর্বশেষ না হলেও সাম্প্রতিকতম যোগ হয়েছে বিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থার অধোগতি। শিক্ষা বোর্ড জেনে শুনে নীরব ভূমিকা অবলম্বন করছে। স্কুলের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, তাদের সতর্ক করে দেবার তাগিদ পর্যন্ত অনুভব করছে না। তবুও এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডের বক্তব্য কি জানতে পারলে বোঝা যেত কোথায় তাদের অসুবিধা কিংবা তাদের দ্বিধার পিছনে কোন যুক্তি কাজ করছে।